



Educative Site

আসন্ন ১৫৫৪ পোস্ট এর

সিনিয়র অফিসার লিখিত

পরীক্ষার জন্য বিশেষভাবে রচিত

মহাগুরুত্বপূর্ণ

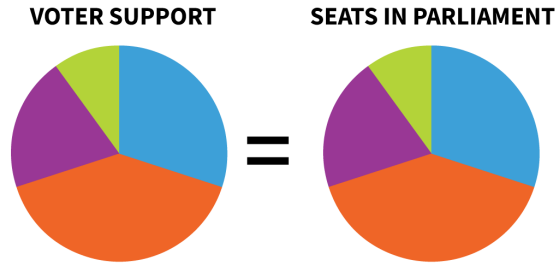
- ❖ ব্যাংক ফোকাস রাইটিং (বাংলা)
- ❖ Bank Focus Writing (English)
- ❖ Bank Argument Writing

ডাউনলোড করুন

নির্বাচনে পিআর পদ্ধতি

নির্বাচনে পিআর (Proportional Representation) বা সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি হলো এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেখানে একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে ঠিক যত শতাংশ ভোট পায়, সংসদের আসনও সেই অনুপাতে বরাদ্দ পায়। বর্তমানে বাংলাদেশে নির্বাচন সংস্কারের আলোচনায় এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে।

Proportional representation



চিত্রঃ পিআর পদ্ধতি

নিচে পিআর পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. পিআর পদ্ধতির মূল ধারণা

প্রচলিত ‘ফার্স্ট-পাস্ট-দ্য-পোস্ট’ (FPTP) পদ্ধতিতে একটি নির্বাচনী এলাকায় যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পান, তিনিই জয়ী হন। এতে অন্য প্রার্থীদের প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ ভোট কোনো কাজে আসে না। কিন্তু পিআর পদ্ধতিতে পুরো দেশ বা একটি বড় অঞ্চলকে একটি নির্বাচনী এলাকা বিবেচনা করা হয়। ভোটাররা ব্যক্তি প্রার্থীর চেয়ে দলের আদর্শ বা প্রতীকে বেশি গুরুত্ব দেন।

২. পিআর পদ্ধতি যেভাবে কাজ করে

এই পদ্ধতিতে সাধারণত রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের আগে তাদের পছন্দের প্রার্থীদের একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রকাশ করে। নির্বাচনের পর প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ অনুযায়ী আসন সংখ্যা নির্ধারিত হয়। যেমন—সংসদে যদি ১০০টি আসন থাকে এবং কোনো দল যদি মোট ভোটের ৪০ শতাংশ পায়, তবে ওই দল তালিকার প্রথম ৪০ জন প্রার্থীকে সংসদ সদস্য হিসেবে পাঠাতে পারবে।

৩. এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধাসমূহ

- **ভোটের সঠিক মূল্যায়ন:** এখানে কোনো ভোটই নষ্ট হয় না। প্রতিটি ভোটই জাতীয় পর্যায়ে দলের আসন সংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।
- **ক্ষুদ্র দলের অংশগ্রহণ:** ছোট দলগুলো যদি সামান্য শতাংশ ভোটও পায়, তবে তারা সংসদে কথা বলার সুযোগ পায়। এর ফলে সংসদের ভেতরে জনমতের প্রকৃত বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে।

- **স্বৈরাচারী মনোভাব রোধ:** কোনো একটি দলের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ কমে যায়। সাধারণত জোট সরকার গঠিত হয়, যার ফলে শাসন ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় থাকে।
- **সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব:** ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর সংসদে যাওয়ার পথ সহজ হয়।

৪. সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ বা অসুবিধাসমূহ

- **সরকারের অস্থিতিশীলতা:** কোনো একক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকার গঠনে দীর্ঘসূত্রতা বা ঘনঘন জোট পরিবর্তনের ফলে অস্থিতি তৈরি হতে পারে।
- **প্রতিনিধির সঙ্গে দূরত্ব:** এই পদ্ধতিতে ভোটাররা সরাসরি ব্যক্তিকে ভোট দেন না বলে সংসদ সদস্যের সাথে সাধারণ জনগণের সরাসরি জবাবদিহিতার জায়গাটি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।
- **জটিল গণনা পদ্ধতি:** ভোট গণনা এবং সেই অনুযায়ী আসন বণ্টন করার প্রক্রিয়াটি সাধারণ মানুষের কাছে কিছুটা জটিল মনে হতে পারে।

৫. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট (২০২৫)

বাংলাদেশে বর্তমানে এই পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে দ্বিধাবিভক্তি রয়েছে। বামপন্থী দলগুলো, জামায়াতে ইসলামী এবং জাতীয় পার্টিসহ বেশ কিছু দল মনে করে যে, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটে পিআর পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে। তাদের মতে, এটি নির্বাচনে কালো টাকা এবং পেশিজির প্রভাব কমাতে সাহায্য করবে। তবে বিএনপি-র মতো বড় দলগুলো মনে করে, এই পদ্ধতি বাংলাদেশের জন্য এখনো জটিল এবং এতে স্থিতিশীল সরকার গঠন বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

সারসংক্ষেপে, সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর পদ্ধতি হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের একটি মডেল, যা বর্তমানে বিশ্বের বহু উন্নত দেশে সফলভাবে কার্যকর রয়েছে। বাংলাদেশে এটি প্রবর্তিত হবে কি না, তা রাজনৈতিক ঐকমত্য এবং নির্বাচন কমিশনের সংস্কার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে।

গণভোট

বাংলাদেশে গণভোট বা রেফারেন্ডাম হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বা নীতিগত বিষয়ে জনগণের সরাসরি মতামত গ্রহণ করা হয়। ২০২৫ সালের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গণভোটের গুরুত্ব নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:



চিত্রঃ গণভোট

১. ২০২৫ সালের প্রেক্ষাপট ও আগামী গণভোট

২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান পরবর্তী রাষ্ট্রীয় সংস্কারের অংশ হিসেবে ২০২৫ সালে গণভোটের বিষয়টি আবারও আলোচনায় এসেছে।

- **তারিখ নির্ধারণ:** আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে ১৩শ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি একটি জাতীয় গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।
- **গণভোটের বিষয় (জুলাই সনদ):** এই গণভোটে ভোটারদের কাছে "জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫"-এর ওপর মতামত জানতে চাওয়া হবে।
- **প্রধান প্রস্তাবসমূহ:**
 - সংসদকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করা (উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ)।
 - নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা।
 - প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের সময়সীমা নির্ধারণ (দুই মেয়াদের বেশি নয়)।
 - বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।
- **পদ্ধতি:** গণভোটের জন্য আলাদা গোলাপি রঙের ব্যালট পেপার ব্যবহার করা হবে, যেখানে ভোটাররা প্রস্তাবের পক্ষে 'হ্যাঁ' অথবা বিপক্ষে 'না' ভোট দেবেন।

২. বাংলাদেশে গণভোটের ইতিহাস

বাংলাদেশের ইতিহাসে এ পর্যন্ত তিনবার জাতীয় গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে:

- **১৯৭৭ সাল (জিয়াউর রহমান):** রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসন ও তাঁর গৃহীত নীতি ও কর্মসূচির প্রতি জনগণের আস্থা যাচাইয়ের জন্য এই গণভোট হয়। এতে ৯৮.৯% 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছিল।
- **১৯৮৫ সাল (এইচ এম এরশাদ):** সামরিক শাসন অব্যাহত রাখা এবং রাষ্ট্রপতি এরশাদের নীতিমালার ওপর জনসমর্থন যাচাইয়ে এই ভোট অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৯৪.৫% ভোট 'হ্যাঁ' সূচক ছিল।
- **১৯৯১ সাল (দ্বাদশ সংশোধনী):** এটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গণভোট। এর মাধ্যমে দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। ভোটারদের ৮৪.৩৮% এই পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেন।

৩. বর্তমান আইনি কাঠামো

গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার "গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫" (Referendum Ordinance, 2025) জারি করেছে। সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি এই অধ্যাদেশ জারি করেন, যা সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আইনি ভিত্তি প্রদান করে।

৪. রাজনৈতিক মতভেদ

গণভোট নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে। জামায়াতে ইসলামী এবং বেশ কিছু ক্ষুদ্র দল এই উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও, বিএনপি মনে করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার পরবর্তী নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমেই হওয়া উচিত। তবে নির্বাচন কমিশন এবং বর্তমান সরকার ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন ও গণভোট একসাথে আয়োজনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ড

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডগুলোর চিত্র অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে দেশের বিভিন্ন শিল্প এলাকা, বস্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় বেশ কিছু বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে, যা আমাদের জননিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।



চিত্রঃ আগুন

নিচে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডগুলোর ওপর ভিত্তি করে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. সাম্প্রতিক প্রধান কিছু অগ্নিকাণ্ড (২০২৫)

- **মিরপুর পোশাক কারখানা ও কেমিক্যাল গুদাম (১৪ অক্টোবর ২০২৫):** রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে একটি পোশাক কারখানা এবং সংলগ্ন কেমিক্যাল গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এই দুর্ঘটনায় অন্তত ১৬ জন প্রাণ হারান। কারখানাটিতে কোনো কার্যকর অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা বা অনুমোদন ছিল না বলে তদন্তে উঠে আসে।
- **করাইল বস্তি অগ্নিকাণ্ড (২৫ নভেম্বর ২০২৫):** ঢাকার অন্যতম বৃহৎ বস্তি করাইলে লাগা আগুনে প্রায় ১,৫০০টি বুপড়ি ঘর ও ৪০০টির বেশি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কয়েক হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। ধারণা করা হয়, এলপিগ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল।
- **কেরানীগঞ্জ জমেল্লা টাওয়ার (১৩ ডিসেম্বর ২০২৫):** কেরানীগঞ্জের ১২ তলা বিশিষ্ট এই ভবনের নিচতলায় আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের ১৮টি ইউনিটের তৎপরতায় ৪২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়, তবে এই ঘটনাটি বহুতল ভবনে আগুনের ঝুঁকি আবারও মনে করিয়ে দেয়।